পতিব্রতা।



ভাগবতাচার্য্যোপাধিকেন

মহাপ্রভুপাদেন

শ্রীযুক্ত (নীলকান্ত) দেব-গোস্বামিনা

বিরচিতা।



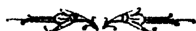
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সাধুনা—প্রকাশিতা

১৩২৫। ১২ই চৈত্র।

মূল্য ।০ আনা মাত্র

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়,
ম্যানেজিং প্রোপ্রায়েটর এণ্ড প্রিণ্টার,
মেট্‌কাফ্‌ প্রেস,
৭৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

পতিব্রতা।



ভারতে ধর্ম্মসম্ভূমৌ মুনিবংশ-সমুদ্ভবা।
বামা সদ্ধর্ম্মকামাহং গতি র্মে পতিদেবতা ॥ ১ ॥

মমৈব পূর্ব্বজা পূর্ব্বং পতি-নিন্দাং পিতুর্মুখাৎ।
শ্রুত্বা সতা জহৌ প্রাণাং-স্তৎপদং মস্তকেঽস্তু মে ২

জিত্বা যমঞ্চ সাবিত্রী মমৈব পূর্ব্বজা পতিম্।
গতাসুং জীবয়ামাস তৎপদং মস্তকে ঽস্তু মে ॥ ৩ ॥

মমৈব পূর্ব্বজা সীতাঽ স্বগান্নির্ব্বাসিতং পতিম্।
হিত্বা সুরেপ্সিতং ভোগং তৎপদং মস্তকে ঽস্তু মে ॥ ৪ ॥

চিতাগ্নৌ পত্যুরন্ধস্য জুহোতি স্মাত্মনো বপুঃ।
মৎপূর্ব্বজৈব গান্ধারী তৎপদং মস্তকেঽস্তু মে ॥ ৫ ॥

সম্বন্ধ আবয়োঃ শব্দ-ব্রহ্মমন্ত্রৈর্নিরূপিতঃ।
অচ্ছেদ্যোঽনন্তকালেঽপি বিচ্ছেদো নাবয়োঃ ক্বচিৎ ॥ ৬ ॥

আদ্যা শক্তিস্তথাদ্যশ্চ পুরুষঃ সর্ব্বদান্বিতৌ।
আবামংশৌ তয়োরেব বিচ্ছেদো নাবয়োঃ ক্বচিৎ ॥ ৭ ॥

প্রভাকরং যথা দেব-মনুযাতি সদা প্রভা।
অহং তথানুগা পত্যুর্বিচ্ছেদো নাবয়োঃ ক্বচিৎ ॥ ৮ ॥

পুরুষস্যৈব ভোগার্থং প্রবৃত্তিঃ প্রকৃতের্যথা।
তথা মে নিখিলাশ্চেষ্টাঃ পত্যুর্হি প্রীতিহেতবে ॥ ৯ ॥

যৎ করোমি যদশ্নামি যদ্দদাম্যাদদে চ যৎ।
যচ্চিন্তয়ামি তৎ সর্ব্বং পত্যুর্হি প্রীতিহেতবে ॥ ১০ ॥

স্বভাববিহিতং কর্ম্ম শাস্ত্রেণ বিহিতং তথা।
যদ্‌যৎ করোমি তৎসর্ব্বং পত্যুর্হি প্রীতিহেতবে ॥ ১১ ॥

পত্নী পত্যুর্গৃহে লক্ষ্মীঃ পত্নী পত্যুর্গৃহেঽধিপা।
পত্নী পত্যুর্গৃহে শান্তিঃ পত্নী পত্যুর্গৃহে গৃহম্ ॥ ১২ ॥

অমূর্খঃ কো বদেন্নারী ভারতীয়ার্য্যবংশজা।
পরাধীনেতি হীনেতি দীনেতি দুঃস্থিতেতি চ ॥ ১৩ ॥

আত্মা পতির্হি নারীণাং তৎসেবা চাত্মসেবনম্।
তদার্য্য-কুলজা নার্য্যঃ পরাধীনা নহি ক্বচিৎ ॥ ১৪ ॥

পূর্ণা পত্নী পতিং শ্রিত্বা পত্ন্যা পূর্ণঃ পতির্ধ্রুবম্।
পরস্পরং বিনাভূত-মর্দ্ধমর্দ্ধং তয়োর্দ্বয়ম্ ॥ ১৫ ॥

পত্যুর্যে বন্ধব স্তেঽপি নারীণামাত্মবন্ধবঃ।
তৎসেবা চাত্মবন্ধূনাং সেবৈব ন পরার্চ্চনম্ ॥ ১৬ ॥

পত্যুর্মাতৈব মে মাতা পিতা পত্যুঃ পিতা মম।
পত্যুর্ভ্রাতৈব মে ভ্রাতা গৃহং পত্যুর্গৃহং মম ॥ ১৭ ॥

পত্যুর্বা পতিবন্ধূনাং সেবয়া যৎপরং সুখম্।
ন জানন্তি তদাস্বাদং নার্য্যোঽনার্য্যা বহির্দৃশঃ ॥ ১৮ ॥

পাশ্চাত্য-প্রথয়া লব্ধ্বা শিক্ষাং যা কঞ্চুকাবৃতা।
করোতি পরকৈঙ্কর্য্যং ধিক্ তস্যাস্তাং স্বতন্ত্রতাম্ ॥ ১৯ ॥

স্বগৃহ-স্বামিনী শশ্বৎ স্বহস্তেন স্ববান্ধবান্।
স্বেচ্ছয়া সেবমানাহং স্বতন্ত্রৈব স্বরূপতঃ ॥ ২০ ॥

সুন্দরীমপি ভূষাঢ্যা-মপি বিদ্যাবতীমপি।
থুৎকরোমি সদা নারীং পতিভক্তি-বিবর্জ্জিতাম্ ॥ ২১ ॥

যদৃচ্ছয়াপি পাপিন্যা-স্তস্যাঃ পাপা মুখাকৃতিঃ।
নেত্রয়োর্মম কুত্রাপি মা মৈব প্রতিবিম্বতু ॥ ২২ ॥

স্পৃশংস্তাং পবনো দেবো মহাপাপস্বরূপিণীম্।
অস্পৃষ্টা সলিলং গাঙ্গং মদঙ্গং মা স্পৃশত্বপি ॥ ২৩ ॥

শিক্ষা যা শ্বশুরাৎ শ্বশ্রাঃ পত্যুর্মাতুঃ পিতুশ্চ যা।
লভ্যেত সৈব সৎশিক্ষা কুলনার্য্যাঃ ফলপ্রদা ॥ ২৪ ॥

সংসারো ধর্ম্মসারো হি নরো ধর্ম্মঞ্চরেৎ সদা।
নারী তমনুগচ্ছন্তী কুর্য্যাৎ তস্যানুকূলতাম্ ॥ ২৫ ॥

নিত্যং পত্যানুগত্যার্থং সৃষ্টা নারী স্বয়ম্ভুবা।
অকুর্ব্বন্তীশ্বরাদেশং নারী নিরয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ২৬ ॥

ধর্ম্মপত্নীতি পত্নীনা-মতঃ খ্যাতি র্হি ভারতে।
পারয়েচ্চরিতুং ধর্ম্মং সৎপত্ন্যৈব যতঃ পতিঃ ॥ ২৭ ॥

আর্য্যনারী স্বয়ং ভুক্ত্বা ন তৃপ্তিং লভতে তথা।
পতিবন্ধূন্ পতিং বিপ্রান্ ভোজয়িত্বাতিথীন্ যথা ॥ ২৮ ॥

পতিরেব গুরুঃস্ত্রীণাং পতিরেব হরিঃ স্বয়ম্।
ধনং ধ্যানং তথা জ্ঞানং ভূষণং পতিরেব চ ॥ ২৯ ॥

পত্যা বিরহিতা নাহং গণয়ামি সুরালয়ম্।
সদা পতিযুতায়া মে কুটীরং ত্রিদিবোত্তমম্ ॥ ৩০ ॥

গণয়ামি নহি ক্ষীর-মহং পতি-বিবর্জ্জিতা।
পতিভুক্তাবশিষ্টঞ্চ মন্যে শাকান্নমুত্তমম্ ॥ ৩১ ॥

সধবাহং বরং মন্যে শয়নং তৃণ-নির্ম্মিতম্।
শিরীষ-পেশলা শয্যা নান্যথা রোচতে মম ॥ ৩২ ॥

কায়েন পতি-শুশ্রূষা বাচা পতি গুণ-স্তুতিঃ।
কর্ত্তব্যা মনসা নিত্যং চিন্তা চ পতি পাদয়োঃ ॥ ৩৩ ॥

ভর্ৎসয়ন্নবজানংশ্চ বিপ্রিয়ং বাচরন্নপি।
সর্ব্বথাপি পতি নিত্যং পতিরেব ন চাপরঃ ॥ ৩৪ ॥

ধিক্ শিক্ষাং ধিক্ সদাচারং ধিগন্যশতসদ্‌গুণান্।
তস্যা বৃথাভিমানিন্যা যয়া ন সেব্যতে পতিঃ ॥ ৩৫ ॥

কুলনারী কুরূপাপি নিরক্ষরাপি সর্ব্বদা।
পতি-প্রীতিপ্রদা সাধ্বী লক্ষ্মীরিব বিরাজতে ॥ ৩৬ ॥

স্বরূপাপি চ যা নারী পতিভক্তিপরাঙ্মুখা।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সা নারী কুলকালিমা ॥ ৩৭ ॥

পতিভক্তৌ নিমজ্জন্তি যোষিতাং দোষরাশয়ঃ।
একস্যাং পত্যভক্তৌ চ মজ্জন্তি গুণপর্ব্বতাঃ ॥ ৩৮ ॥

পত্নী সংসার-সন্তান-ক্ষেত্র মিত্যভিধীয়তে।
পতির্বীজমিতিখ্যাতং ক্ষেত্রাদ্ বীজং বরং মতম্

যথৈব প্রকৃতির্মূলা ত্রিগুণাপি স্বতো জড়া।
বিচিত্রং চেষ্টতে কিন্তু পুরুষাধিষ্ঠিতা সতী ॥ ৪০ ॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়-সুপূর্ণাপি তথা নারী স্বতোঽবলা।
পত্যুর্বলং সমাসাদ্য ভবেদেব বলীয়সী ॥ ৪১ ॥

পত্যুরেব বলেন স্যাৎ কামিনী বলশালিনী।
ধনিনী তদ্ধনেনৈব যশসা চ যশস্বিনী ॥ ৪২ ॥

অধনোঽপি কুরূপোঽপি মূঢ়োঽপি বিকলোঽপি চ।
অসংশয়ং সেবনীয়ঃ সর্ব্বথাপি পতিঃ স্ত্রিয়া ॥ ৪৩ ॥

"আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা" ॥ ৪৪

ভারতেঽস্মিন্ পতিপ্রাণা বরনার্য্যঃ সহস্রশঃ।
আজ্যবজ্জুহুবুঃ স্বং স্বং দেহং পতি-চিতানলে ॥ ৪৫ ॥

দম্পতিপ্রেমহীনেঽস্মিন্ ভারতে বত সম্প্রতি।
সা প্রথা কুপ্রথৈবেতি প্রথিতং কালকৌশলাৎ ॥ ৪৬ ॥

একস্মিন্নিধনং যাতে যদন্যো মর্ত্তুমিচ্ছতি।
মন্যমানো জগচ্ছূন্যং তদেব প্রেম-লক্ষণম্ ॥ ৪৭ ॥

প্রেমবত্যঃ পুরা সত্যো মৃতে পত্যৌ স্বয়ং মৃতাঃ।
অদর্শয়ন্ পতিপ্রেম কামুকীনাং সুদুর্ল্লভম্ ॥ ৪৮ ॥

যত্র নার্য্যো মৃতে পত্যৌ গৃহ্নন্তি পুরুষান্তরম্।
তদ্দেশস্থা নরা নার্য্যো বুধ্যন্তে প্রেম ন ক্বচিৎ ॥ ৪৯ ॥

সতীনাং ভারতীয়ানা-মত্যাপি জগতীতলে।
পতাকেব শোভনোচ্চৈঃ কীর্ত্তিঃ পতপতায়তে ॥ ৫০ ॥

তাসামেব কুলে জাতা বনিতাহং পতিব্রতা।
ধনং মানং জীবনঞ্চ সর্ব্বস্বং পতিরেব মে ॥ ৫১ ॥

স্নানে দানে জপে হোমে দেবতা-তিথি-পূজনে।
ফলং যদ্ যচ্চ তৎ সর্ব্বমস্তু মে পতি-সেবনাৎ ॥ ৫২ ॥

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সর্ব্বাণি তথা জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ।
মনঃ পত্যুরভিপ্রায়-মনুগচ্ছন্তু সর্ব্বদা ॥ ৫৩ ॥

অকাপট্যেন যা নারী সেবেত সর্ব্বদা পতিম্।
নিরন্তরং ভজেতৈব তৎপতিস্তামপি ধ্রুবম্ ॥ ৫৪ ॥

জগৎপতিরপি প্রেম্না ভক্তস্য বশমন্বিয়াৎ।
তদংশস্তৎ-স্বভাবশ্চ কিং পুনর্মানবঃ পতিঃ ॥ ৫৫ ॥

স্বভাবদুর্ব্বলা নারী কায়েন মনসাপি চ।
পতিরেবাবিতা তস্যাঃ সর্ব্বদা সর্ব্বতো ভয়াৎ ॥ ৫৬ ॥

অধর্ম্মতঃ পতী রক্ষেৎ পতো রক্ষেদভাবতঃ।
রোগাদ্রক্ষেৎ পতিশ্চৈব সর্ব্বতো রক্ষকঃ পতিঃ ॥ ৫৭ ॥

জগৎ পাতীশ্বরস্তস্মা-ন্নাম্না খ্যাতো জগৎপতিঃ।
স্বামী পাতি সদা পত্নীং তন্নাম্না হি পতির্মতঃ ॥ ৫৮ ॥

অতো হি সধবা নারী জগৎপতি-ধিয়া পতিম্।
সেবেত তদভাবে তু পতিবুদ্ধ্যা জগৎপতিম্ ॥ ৫৯ ॥

লভতে পতিভক্ত্যৈব জগৎপতিরতিং সতী।
পতিভক্তি-বিহীনায়া দূরে ভক্তি র্জগৎপতৌ ॥ ৬০ ॥

দম্পতি-প্রণয়ো যত্র সংসারে সর্ব্বদা স্থিরঃ।
মর্ত্ত্যেঽমরপুরীতুল্যঃ সএব সর্ব্বতঃ সুখঃ ॥ ৬১ ॥

দম্পতিপ্রণয়ো যত্র সংসারে ন হি বিদ্যতে।
সর্ব্বসম্পত্তিপূর্ণোঽপি সর্ব্বতোঽসুখ এব সঃ ॥ ৬২ ॥

রমতে চেৎ পতিঃ পত্ন্যাং পত্যৌ পত্নী চ সর্ব্বদা।
সর্ব্ব-সম্পত্তি-হীনোঽপি সংসারো হ্যমরালয়ঃ ॥ ৬৩ ॥

পুরুষোঽখিল-সংসারে এক এব হরিঃ স্বয়ম্।
দ্বে শক্তী তস্য নিত্যে স্তো বিদ্যাবিদ্যেতি তে মতে ॥ ৬৪ ॥

অন্তরঙ্গা মতা বিদ্যা সর্ব্বদেশ্বরমাশ্রিতা।
অবিদ্যা বহিরঙ্গা চ বহুগা ব্যভিচারিণী ॥ ৬৫ ॥

মর্ত্ত্যে স্ত্রিয়োঽপি দৃশ্যন্তে বিদ্যাবিদ্যাগুণান্বিতাঃ।
একা বিদ্যাস্বভাবাঢ্যা অন্যাশ্চান্যগুণান্বিতাঃ ॥ ৬৬ ॥

ভুঞ্জতে পতিভক্ত্যৈব প্রথমাঃ শাশ্বতং সুখম্।
ভোগাদ্ ভোগান্তরং যান্তি দ্বিতীয়াঃ সুখলিপ্সয়া ॥ ৬৭ ॥

অনন্যরাগতো হ্যেকাঃ প্রকীর্ত্ত্যন্তে পতিব্রতাঃ।
দ্বিতীয়া ব্যভিচারিণ্য ইতরাভিনিবেশতঃ ॥ ৬৮ ॥

বিভুনা ক্ষণবিচ্ছেদং ন বিদ্যা সহতে যথা।
পতিহীনা সতী তদ্ব-জ্জীবিতুং নহি বাঞ্ছতি ॥ ৬৯ ॥

অতএব মৃতে পত্যৌ তৎপ্রদীপ্ত-চিতানলে।
দগ্ধ্বা দেহং হি দিব্যেন দিবি পত্যা প্রমোদতে ॥ ৭০ ॥

অধুনা নাস্তিক-প্রায়ে ভারতে সা সতীপ্রথা।
জাতা নিষ্ঠুরতা হা হা তে হি নো দিবসা গতাঃ ॥ ৭১ ॥

দৃশ্যন্তে বিধবা নার্য্যো হ্যধুনাপি সহস্রশঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং শ্রিতাঃ কালং যাপয়ন্ত্যোঽত্র ভারতে ॥ ৭২ ॥

একামপি সতীং যাবদ্ধৃদি ধাস্যতি ভারতম্।
সভূষণমিদং তাব-দন্যথা হি বি-ভূষণম্ ॥ ৭৩ ॥

মহার্ঘ-বাসভূষাভি-স্তথা নারী ন শোভতে।
একয়া পতিভক্ত্যৈব সর্ব্বদা শোভতে যথা ॥ ৭৪ ॥

কিংনাম দুর্ল্লভং লোকে নার্য্যা ইহ পরত্র চ।
জনয়েচ্চেৎ পতিপ্রীতিং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদাম্ ॥ ৭৫ ॥

সন্তু সভ্যাঃ স্ত্রিয়ো নব্যা গীর্ণপুস্তক-পর্ব্বতাঃ।
বন্ধ্যা তাসাং ধ্রুবং বিদ্যা পতিপ্রেমপ্রসূর্ন চেৎ ॥ ৭৬ ॥

ব্রাহ্মণা গুরবো দেবা যে চান্যে মে বয়োঽধিকাঃ।
অনুগৃহ্ণন্তু মাং সর্ব্বে পতি-প্রেম-শুভাশিষা ॥ ৭৭ ॥

শশিসূর্য্যাদয়ো যে চ সাক্ষীভূতাঃ সদাগ্রহাঃ।
অনুগৃহ্নন্তু মাং সর্ব্বে পতিপ্রেমশুভাশিষা ॥ ৭৮ ॥

চরাচরশরীরেষু যাশ্চাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ।
অনুগৃহ্ণন্তু মাং সর্ব্বাঃ পতিপ্রেমশুভাশিষা ॥ ৭৯ ॥

হে সীতে সতি সাবিত্রি গান্ধারি চাপ্যরুন্ধতি।
কৃপয়ন্তু ভবত্যো মাং পতিপ্রেমশুভাশিষা ॥ ৮০ ॥

যোঽন্তর্য্যামী চিদাকার ঈশ্বরো মে হৃদি স্থিতঃ।
স চালয়তু মচ্চিত্তং সদা পতি-রতিং প্রতি ॥ ৮১ ॥

শাস্তা যঃ শমনস্যাপি স তথা শাস্তু মে মনঃ।
স্বপ্নেঽপি বিচলেন্নৈব পতিদেবপদাদ্ যথা ॥ ৮২ ॥

মাতুঃ পিতুস্তথা শ্বশ্র্বাঃ শ্বশুরস্য শুভাশিষা।
মহাগুরুতয়া খ্যাতে পত্যৌ মেঽস্তু সদা মতিঃ ॥ ৮৩ ॥

যদি কিঞ্চিৎ কৃতং পুণ্যং ময়াতীতেষু জন্মসু।
অচলা তেন পুণ্যেন পত্যৌ মেঽস্তু সদা রতিঃ ॥ ৮৪ ॥

গৃহে গৃহান্তরে দূরে সমীপেঽত্র পরত্র বা।
যত্র তিষ্ঠেৎ পতিস্তত্র মনো মে তিষ্ঠতু স্বতঃ ॥ ৮৫ ॥

দাসী সখী তথা ভগ্নী শিষ্যাহং পত্যুরেকলা।
প্রভুঃ সখা তথা ভ্রাতা গুরুর্মে পতিরেকলঃ ॥ ৮৬ ॥

বিহিতা সর্ব্বকার্য্যেষু শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামনা।
পতিপ্রীতিস্তথা মেঽপি কাম্যা ভবিতুমর্হতি ॥ ৮৭ ॥

কায়েন মনসা বাচা করোমি যদ্ যদপ্যহম্।
তৎসর্ব্বকর্ম্মভি র্নিত্যং পতি র্মে পরিতুষ্যতু ॥ ৮৮ ॥

অনিন্দ্যপতিরূপং মে নেত্রে সর্ব্বত্র পশ্যতঃ।
দুর্ম্মদং মদনঞ্চাপি দিদৃক্ষেতে ন কর্হিচিৎ ॥ ৮৯ ॥

পতিবাক্সুধয়া তৃপ্তৌ কর্ণৌ মে স্বরসং যুতম্।
শ্রোতুং ন বাঞ্ছতো গীতং বীণাতন্ত্রীবিনিঃসৃতম্ ॥ ৯০ ॥

পতিগাত্র-সুগন্ধেন নাসা চোন্মাদিতা মম।
গন্ধং শতদলস্যাপি দুর্গন্ধমিব মন্যতে ॥ ৯১ ॥

ন তথা সুখয়ত্যেব সুমন্দো মলয়ানিলঃ।
পতিগাত্র-সুখস্পর্শঃ সদঙ্গং মামকং যথা ॥ ৯২ ॥

রসনা লষতে নৈব স্বাদ্যন্নঞ্চ চতুর্ব্বিধম্।
ভুক্ত-শেষাশনে পত্যুঃ সর্ব্বদৈব সবাসনা ॥ ৯৩ ॥

কো বাস্তি পণ্ডিতঃ কো বা ধরায়াং ধনগর্ব্বিতঃ।
দৃষ্ট্বা পতিব্রতাং সাধ্বীং মনসাপি নমেন্ন যঃ ॥ ৯৪ ॥

আস্তাং দূরে মনুষ্যাণাং কথা সুরগণৈরপি।
পূজ্যতে মানুষী শশ্বৎ সুপবিত্রা পতিব্রতা ॥ ৯৫ ॥

পতিপ্রেমমহারত্ন-সিংহাসন-সমাস্থিতা।
স্বতেজসা সমুদ্ভাতা ভ্রাজতে হি পতিব্রতা ॥ ৯৬ ॥

ভূষণং দূষণং মন্যে নিরয়ঞ্চ সুরালয়ম্।
রোগঞ্চ নিখিলং ভোগ-মহং নিত্যপতিব্রতা ॥ ৯৭ ॥

তুলয়ামি লবেনাপি পতিপ্রেম-মহানিধেঃ।
নানন্তভুবনৈশ্বর্য্যং কমলাকোষ-সঞ্চিতম্ ॥ ৯৮ ॥

পতিপ্রেম-মহৈশ্বর্য্য-গর্ব্বিতাহং পতিব্রতা।
সুতৃপ্তা তৃণবন্মন্যে ভোগং নরসুরেপ্সিতম্ ॥ ৯৯ ॥

পতিপ্রেম-মহারত্ন-ভূষণেনৈব ভূষিতা।
নীলকান্ত-সহস্রাণি পদাপি ন স্পৃশাম্যহম্ ॥ ১০০ ॥

সম্পূর্ণেয়ং পতিব্রতা।

পতিব্রতা।

ধর্ম্মের আদিম ধাম খ্যাত ভারতের নাম
তথায় ঋষির বংশে জনম আমার—
সতী আমি, একমাত্র পতি মোর সার ॥ ১

পতিনিন্দা পিতৃমুখে শুনিয়া মনের দুখে
এ ভারতে আদিসতী ত্যজিলা জীবন,
মস্তকে ধরিনু আমি তাঁহার চরণ ॥ ২

এই ত ভারতে সতী বাঁচাইলা মৃতপতি
সাবিত্রী সতীত্ব-বলে, জিনিয়া শমন,
মস্তকে ধরিনু আমি তাঁহার চরণ ॥ ৩

দেবের দুর্ল্লভ সুখে ত্যজি, সীতা হাস্যমুখে
পতির সহিত বনে করিলা গমন,
মস্তকে ধরিনু আমি তাঁহার চরণ ॥ ৪

গান্ধারী সতীভূষণ আহুতি দিলা জীবন
অন্ধ-পতিচিতানলে আজ্যের মতন,
মস্তকে ধরিনু আমি তাঁহার চরণ ॥ ৫

যথা দেব দিবাকর প্রভা তাঁর নিরন্তর
উভয়ে মিলিত, নহে ক্ষণেক বিরত,
তেমনি সতত আমি পতি অনুগত ॥ ৬
বেদমন্ত্র পড়ি হয় আমাদের পরিচয়
বিয়োগ নাহিক এই পবিত্র মিলনে,
বিচ্ছেদ আমার কভু নাই পতিসনে ॥ ৭
প্রকৃতি পুরুষ-সনে নিত্যযুক্ত, শাস্ত্রে ভনে
প্রকৃতির অংশ নারী, পুরুষের নর
পতির সহিত মোর নাহিক অন্তর ॥ ৮
পুরুষের ভোগ-তরে প্রকৃতি সকলি করে
পতির প্রীতির লাগি আমার তেমন
সংসারে সকল কাযে সদাই যতন ॥ ৯
দান বা করি গ্রহণ পান বা করি ভোজন
যাহা করি, যাহা মনে ভাবি অনিবার,
পতির প্রীতির তরে সকলি আমার ॥ ১০
ধরায় শরীর ধরি স্বভাবত যাহা করি
শাস্ত্রের আদেশে যাহা করি আমি আর,
পতির প্রীতির লাগি সকলি আমার ॥ ১১

সর্ব্ব-মহাজনে কয় "গৃহ কভু গৃহ নয়
আধিপত্য, শান্তি, শোভা, ধর্ম্ম, পত্নীময়
গৃহিণীকে গৃহ বলি তাই লোকে কয়॥ ১২
আর্য্য নারী পরাধীনা দুঃখে রয় দীনা হীনা
এ কথা অবোধ ভিন্ন কেবা বলে আর
ভারতে আর্য্যের গৃহে গৃহিণী আধার॥ ১৩
পতি পত্নী ভিন্ন নয় দুয়ে মিলি এক হয়
অতএব পতিসেবা সেবা আপনার
পরাধীনা আর্য্যনারী কে বলিবে আর? ১৪
পত্নী পূর্ণ পতি লয়ে পতি পূর্ণ পতি হ'য়ে
একে একে অর্দ্ধ অর্দ্ধ দুজনে নিশ্চয়,
দুয়ে মিলি তবে পূর্ণ দুজনেই হয়॥ ১৫
পতির যে বন্ধুগণ পত্নীর সবে আপন
তাহাদের সেবা নহে পরের সেবন,
'পরাধীন আর্য্যনারী'—অলীক বচন॥ ১৬
পতির যে পিতা মাতা পতির ভগিনী ভ্রাতা
আমারি ত পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী তারা।—
পতি-গৃহ মোর গৃহ, পর তবে কা'রা? ১৭

করিয়া পতির সেবা মনে সুখ হয় যেবা
পতিবন্ধুগণে সেবি যে আনন্দ হয়,
অভারতী অনার্য্যার গোচর তা নয়॥ ১৮
ইংরাজি ধরণ ধরি, জামাজোড়া গায় পরি,
ইস্কুলে পড়িয়া করে পরের চাকরী,
ধিক্ তার স্বাধীনতা,—ধিক সে কিঙ্করী॥ ১৯
আমি আপন ভবনে, স্বহস্তে স্ববন্ধুজনে,
স্ব-ইচ্ছায় সেবা করি আনন্দিত মনে—
আমিই স্বাধীনা নারী ভারত-ভুবনে॥ ২০
হউক সুন্দরী নারী, হউক ভূষণে ভারী,
পড়ুক পুস্তক রাশি কুশিক্ষাশালায়
পতিভক্তিশূন্য হ'লে থু থু করি তায়॥ ২১
কখনো কোনও স্থলে, দৈব ঘটনার বলে,
পাপিনীর পাপ মুখ বারেকের তরে
পড়েনা পড়েনা যেন আমার নজরে॥ ২২
ছুঁয়ে সেই পাপিনীরে, না পরশি গঙ্গানীরে,
অপবিত্র হ'য়ে যেন দেবতা পবন—
আমার এ দেহ নাহি করে পরশন॥ ২৩

শ্বশুর, শাশুড়ী, মাতা, পিতা, পতি, ভগ্নী, ভ্রাতা
যেই যেই শিক্ষা দেন সেই শিক্ষা সার,
কুল-কামিনীর পক্ষে কি শিক্ষা আবার ? ॥ ২৪
ঈশ্বরের এ সংসার, এখানে ধর্ম্মই সার,
পুরুষ করিবে সদা ধর্ম্ম আচরণ—
পতিব্রতা পত্নী তাঁর প্রধান শরণ ॥ ২৫
পুরুষের সহায়তা করিবারে পতিরতা
নারীরে সৃজিলা বিধি করিয়া যতন,
তাহা না করিলে তার নরকে পতন ॥ ২৬
পুরুষ পত্নীরে ল'য়ে, দুই জনে এক হয়ে,
ধর্ম্ম আচরণে তবে কৃতকার্য্য হয়—
ভারতে পত্নীরে 'তাই ধর্ম্ম-পত্নী' কয় ॥ ২৭
পতি, পতি-বন্ধুজনে ব্রাহ্মণে অতিথিগণে
ভোজনে করিয়া তৃপ্ত সুখী হয় যত
আপন ভোজনে সতী সুখী নয় তত ॥ ২৮
পতি গুরু বনিতার পতিই ঈশ্বর তার
পতি ধ্যান পতি জ্ঞান পতিই ভূষণ,
পতিই সতীর কাছে অমূল্য রতন ॥ ২৯

পতিব্রতা আমি, তাই স্বর্গসুখ নাহি চাই
পতির নিকটে যদি কুটীরেতে রই,
সেই মোর সুরপুরী তাহে সুখী হই ॥ ৩০
সুমিষ্ট যে ক্ষীরসর, নহে মোর রুচিকর,
পতির প্রসাদ যদি শাক ভাত পাই,
অমৃত ভাবিয়া সুখে তাই আমি খাই ॥ ৩১
আমার পতির সনে শুইয়া তৃণ-শয়নে
শিরীষ কুসুমসম কোমল শয্যায়
শুইতে আমার মন কভু নাহি চায় ॥ ৩২
পতি-শুশ্রূষায় রত রহিবে দেহ সতত
বাক্যে পতি-গুণগান মনে পতিরূপ—
ইহাই সতীর কার্য্য সদা অনুরূপ ॥ ৩৩
করিলেও তিরস্কার করিলেও কদাচার
অবহেলা করিলেও পতি মোর পতি,
যাহাই করুন, সেই পতি মোর গতি ॥ ৩৪
যদি হয় বিদ্যাবতী সদাচার করে অতি
শত গুণ থাকিলেও পতিভক্তি বিনা—
ধিক্ তার সে সকল, তারে করি ঘৃণা ॥ ৩৫

কুরূপা যদিও হয়, বর্ণ-বোধ নাহি রয়,
পতিব্রতা কুলনারী তথাপি সতত—
গৃহস্থের গৃহে শোভে কমলার মত ॥ ৩৬
সুরূপা যদিও হয় কিন্তু পতিরতা নয়
গৃহস্থের গৃহে সে ত কভু না শোভয়—
কুলের কালিমা সেই কামিনী নিশ্চয় ॥ ৩৭
পতিসেবা অভিলাষ শতদোষ করে নাশ
পতিপদে ভক্তি-লেশ যদি নাহি রয়,
এক দোষে রমণীর শত গুণ লয় ॥ ৩৮
ক্ষেত্র সম নারীকায় পুরুষ বীজ তাহায়
যদিও উভয়ে মিলি রাখয়ে সন্তান,
বীজসম পতি বড় শাস্ত্রের বিধান ॥ ৩৯
হইয়াও গুণবতী, ধরেনা কিছু শকতি,
পুরুষের চিদাভাস পাইয়া যেমন—
প্রকৃতি সৃজন করে বিবিধ ভুবন ;
সকল ইন্দ্রিয় বল থাকিলেও অবিকল
সহজে অবলা নারী সদাই তেমন
পতি-বল লাভ করি সবলা তখন ॥ ৪০-৪১

পতিবলে বলবতী পতিযশে যশোমতী
পতির ধনেতে নারী ধনবতী হয়,
তাই বনিতার সদা পতি সর্ব্বময় ॥ ৪২
দরিদ্র হ'লেও পতি হ'লেও কুরূপ অতি
মূর্খ কিংবা অঙ্গহীন হইলেও পতি—
অবশ্য পতিরে ভক্তি করিবেন সতী।
পীড়িতা হইলে পতি পীড়িতা হয় যে সতী ॥ ৪৩
পতিসুখে সুখী, মরে পতির মরণে—
তারে পতিব্রতা বলে মনুর বচনে ॥ ৪৪
এই ভারত ভুবনে কত পতিব্রতাগণে
জ্বলন্ত পতিচিতায় নিজ নিজ প্রাণ,
আহুতি দিলেন পূত আজ্যের সমান ॥ ৪৫
প্রেমের মহিমা হায় ভারতে আর না ভায়
এখন সে সতীপ্রথা কুপ্রথা কেবল—
সিদ্ধান্ত হইল, ধন্য কালের কৌশল ॥ ৪৬
একের হ'লে মরণ শূন্য হেরি ত্রিভুবন
অপরে দুঃখের ভরে মরিতে যে চায়,
ইহাই প্রেমের ভাব প্রেমিকেতে গায় ॥ ৪৭

পতি-মৃত্যু নিরখিয়া কত সতী প্রাণ দিয়া
পুরাকালে দেখাইলা প্রেমের লক্ষণ—
কামুক জানেনা কভু প্রেম-আস্বাদন ॥ ৪৮
যেদেশে কামিনীগণ হেরি পতির মরণ
পতি ব'লে অন্য এক পুরুষেরে ধরে
কেমনে বুঝিবে প্রেম সে দেশের নরে ॥ ৪৯
যে সব ভারতী সতী দেখাইলা প্রেমগতি
তাদের পবিত্র কীর্ত্তি ভারত ভুবনে
পতাকার মত আজো উড়িছে পবনে ॥ ৫০
ছিল কত পুণ্যভার তাঁদেরি কুলে আমার
জনম হইল, আমি পতিব্রতা সতী
ধন, মান, প্রাণ মোর সর্ব্বস্বই পতি ॥ ৫১
জপে, হোমে, তীর্থ-স্নানে, দেবতা-পূজনে দানে
কিংবা অতিথি সেবনে যেই যেই ফল—
একমাত্র পতিপ্রেমে মোর সে সকল ॥ ৫২
কর্ম্মের ইন্দ্রিয়গণ, জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মন,
সকলে সদাই যেন থাকি' সাবধান
পতির ইচ্ছায় চলে হ'য়ে এক তান ॥ ৫৩

অকপটে পতিসেবা নারীকুলে করে যেবা
বুঝিয়া তাঁহার সেই নিরমল মতি,
অবশ্য বাসিবে ভাল তারে তার পতি ॥ ৫৪
ভক্তের দেখিয়া রতি বশে রহে জগপতি
তাঁহারই অংশ নর তাঁরি ভাব পায়
পত্নীপ্রেমে হবে বশ কি বিচিত্র তায় ॥ ৫৫
সহজে রমণীগণে কি শরীরে কিবা মনে
বড়ই দুর্ব্বল, তাহা জানে সর্ব্বজন
তাদের রক্ষক পতি সদা সর্ব্বক্ষণ ॥ ৫৬
অধর্ম্মে, অভাবে আর রোগে শোকে অনিবার
একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা রমণীর পতি—
সর্ব্বদা সকল ভয়ে পতি তার গতি ॥ ৫৭
ভুবন পালন করি, জগৎপতি নাম ধরি,
বিখ্যাত জগতে হরি, পতিও তেমতি
পত্নীরে পালন করি নাম পান 'পতি' ॥ ৫৮
অতএব সদা সতী, ভাবিয়া জগতপতি,
আপন পতিরে ভক্তি করিবে সধবা—
জগতপতিরে পতি ভাবিবে বিধবা। ৫৯

সংসারে থাকিয়া সতী সেবিয়া আপন পতি
শিখিবে জগতপতি-চরণে ভকতি,—
পতিরতি বিনা দূরে হরিপদ-রতি ॥ ৬০

পতি পত্নী দুইজন যে সংসারে একমন
ধরায় অমরপুরী সেই ত সংসার—
সুখশান্তি সে সংসারে রহে অনিবার। ৬১

স্ত্রীপুরুষে অপ্রণয় মনে মনে যদি হয়,
থাকিলেও দাসদাসী বহু ধন জন
অশান্তি অসুখময় সদা সে ভবন ॥ ৬২

পতি পত্নী অবিরত উভয়ে উভয়ে রত
যদি হয় সে সংসার দেবের আলয়—
ধন-জন-অভাবেও সদা সুখময় ॥ ৬৩

জগদীশ এ জগতে পুরুষ বেদের মতে
দুই শক্তি আছে তাঁর নিত্য নিরন্তর
বিদ্যা নামে এক শক্তি অবিদ্যা অপর ॥ ৬৪

ঈশ্বরেই অনুরত বিদ্যাশক্তি অবিরত
অবিদ্যা সদাই রত জগতের কাযে—
ব্যভিচারে বহিরঙ্গা হয় কাযে কাযে ॥ ৬৫

নারীতেও এ ধরায় দুই ভাব দেখা যায়—
বিদ্যার সমানভাব কেহ কেহ পায়,
অবিদ্যার সমগুণ অন্যে দেখা যায়। ৬৬
কেবল পতিরে সেবি বিদ্যারূপা নারীদেবী
পায় সুখ, অবিদ্যা-সমান নারী যারা
সুখ লোভে নানা ভোগ সদা চায় তারা॥ ৬৭
পতি-সুখে সুখী যারা পতি ল'য়ে সুখী তারা,
অন্য ভোগ ভিন্ন যারা তুষ্ট নাহি হয়—
ব্যভিচারিণীর দলে তারাই নিশ্চয়॥ ৬৮
বিদ্যা যথা বিধাতারে ক্ষণেক ত্যজিতে নারে,
তথা বিদ্যারূপা সতী পতীর মরণে,
আপনি মরিতে চায় নিজ পতি-সনে॥ ৬৯
পতিপ্রাণা সতী যারা পতির মরণে তারা
এই হেতু নিজ দেহ দহি চিতানলে—
দেবী হ'য়ে পতিদেবে পায় স্বর্গতলে॥ ৭০
ধর্ম্মাধর্ম্ম পরলোক এখন মানেনা লোক
হায় ভারতের গেছে সে দিন, সে কথা—
পবিত্র সতীর প্রথা হৈল নিষ্ঠুরতা!! ৭১

এখনো ভারতে কত আর্য্যকুলে শত শত
বিধবা, ধরিয়া ব্রহ্ম চারিণীর ব্রত
পবিত্র ভাবেতে কাল কাটায় নিয়ত। ৭২
একটী সতী-রতন হৃদয়ে করি ধারণ
বিশাল ভারত ভূমি রবে যত দিন
তত দিন স-ভূষণ, পরে ভূষাহীন ॥ ৭৩
নারীকুলে জন্ম ল'য়ে নারী পতিব্রতা হ'য়ে
পতিপ্রেম-অলঙ্কারে শোভয়ে যেমন,
সুবর্ণে হীরকে কভু শোভেনা তেমন। ৭৪
সতী পতিপ্রেম-বলে পায় চতুর্ব্বর্গ ফলে
অতএব অকপট পতিভক্তি যার
ইহ পর কালে কিবা দুর্ল্লভ তাহার ? ৭৫
এবে কত নারীদল গিলিছে পুস্তকাচল
তাহাতেও পতিভক্তি যদি নাহি হয়,
তাদের অগাধ বিদ্যা বিফল নিশ্চয় ॥ ৭৬
গুরু, বিপ্র, দেবতারা আর বয়োধিক যাঁরা
শুভ আশীর্ব্বাদ মোরে করুন কৃপায়,
অচলা ভকতি যাতে রহে পতিপায় ॥ ৭৭

রবি শশী গ্রহ তারা জগতের সাক্ষী যাঁরা
শুভ আশীর্ব্বাদ মোরে করুন কৃপায়,
অচলা ভকতি যাতে রহে পতি-পায় ।। ৭৮
চরাচর দেহে যাঁরা অধিষ্ঠাতা, সবে তাঁরা
শুভ আশীর্ব্বাদ মোরে করুন কৃপায়,
অচলা ভকতি যাতে রহে পতিপায় ।। ৭৯
হে সাবিত্রি সীতে সতি হে গান্ধারি অরুন্ধতি
শুভ আশীর্ব্বাদ মোরে কর গো কৃপায়,
অচলা ভকতি যেন রহে পতিপায় ।। ৮০
হৃদয়ে যিনি আমার অন্তর্যামী চিদাকার,
সেই রূপে মোর চিত্ত করুন চালন—
পতিরতি-সুধা সদা করে আস্বাদন ।। ৮১
শমন শাসনে যাঁর রহিয়াছে অনিবার
সেই প্রভু মোর মনে করুন শাসন,
স্বপ্নেও পতির পদ ভোলেনা যেমন ।। ৮২
জনক জননী আর শ্বশুর শাশুড়ী মার
অবিতথ আশীর্ব্বাদে থাকুক আমার,
মহাগুরু-পতিপদে রতি অনিবার ।। ৮৩

পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল যদি কিছু পুণ্যবল
থাকে মোর, তবে সেই সুকৃতির বলে,
পতিপদে রতি যেন কভু না বিচলে ॥ ৮৪
গৃহে, গৃহান্তরে, দূরে, ইহ কিংবা সুরপুরে,
যেখানে থাকেন পতি সেই খানে মন,
অনুরাগ-ভরে যেন রহে অনুক্ষণ ॥ ৮৫
ভগ্নী, শিষ্যা, সহচরী, কভু কভু বা কিঙ্করী
একাকিনী আমি সব পতি দেবতার—
ভ্রাতা, গুরু, সখা, প্রভু, পতিই আমার ॥ ৮৬
বলিয়াছে সব শাস্ত্র বিষ্ণু প্রীতি একমাত্র
সঙ্কল্প কার্য্যের আগে করিবারে যথা,
নারীর সকল কাযে পতিপ্রীতি তথা ॥ ৮৭
দেহ দিয়া যাহা করি মনে মনে যাহা স্মরি,
বচনে বা যাহা সদা করি আলোচন,
সকলে আমার যেন পতি তুষ্ট হন ॥ ৮৮
যখন যে দিকে চাই পতিরে দেখিতে পাই
সে মধুর রূপে মুগ্ধ আমার নয়ন
দেখিতে চাহেনা কভু দুর্ম্মদ মদন ॥ ৮৯

পতি যদি কথা কয়　　মনে হয় সুধাময়
সে কথা শুনিয়া কর্ণ-যুগল আমার—
বীণাগান শুনিবারে নাহি চাহে আর॥ ৯০
পতিগাত্র পরিমল　　পেয়ে নাসিকা বিকল
অমল কমলগন্ধ সুগন্ধের সার
আঘ্রাণ করিতে কভু নাহি চাহে আর॥ ৯১
পতি অঙ্গ সুকোমল　　কমল হ'তে পেশল
পরশি আমার অঙ্গে আরাম যেমন,
সুমন্দ মলয়ানিলে না হয় তেমন॥ ৯২
সুমধুর উপাদেয়　　চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয়
চতুর্ব্বিধ অন্ন আর চাহেনা রসনা,
পতির প্রসাদে করে সদাই বাসনা॥ ৯৩
হেন সুধী কে ধরায়,　　কে হেন ধনী বা তায়
সম্মুখে হেরিয়া এক পতিব্রতা সতী—
ভক্তিভরে নাহি করে মনেও প্রণতি॥ ৯৪
মানুষের কথা দূরে,　　রহি সদা সুরপুরে,
দেবগণে পতিব্রতা হেরিয়া ধরায়—
মনে মনে করে পূজা নিশ্চয় তাহায়॥ ৯৫

পতিব্রতা যে কামিনী নিজ তেজে তেজস্বিনী
পতিপ্রেম-মহারত্ন-সিংহাসনোপরি,
সদাই শোভয়ে, ভোগে হেয় জ্ঞান করি ॥ ৯৬
আমি সেই পতিব্রতা পতিপদে সদা রতা
তুচ্ছ রত্নভূষণেও করিনা কামনা—
রোগ সম মনে করি ভোগের বাসনা ॥ ৯৭
অনন্ত ভুবনে বিধি সৃজিলা যে সব নিধি,
লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে সদা যাহা যাহা রয়—
পতিপ্রেম রতনের লেশ মাত্র নয় ॥ ৯৮
পতিপ্রেম মহাধনে গরবিতা আমি মনে
সুরাসুর-নরে যাহা করে অভিলাষ,
সে সব সুখেও কভু নাহি করি আশ ॥ ৯৯
পতিপ্রেম মহানিধি আমারে দিয়াছে বিধি,
অন্য রত্ন অলঙ্কারে নাহি ভালবাসি—
পা দিয়া নাহি পরশি নীলকান্তরাশি।

পতিব্রতা সম্পূর্ণ ॥ ১০০